কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

থাকছে না সেরা ২০ এমসিকিউ পদ্ধতিও বাতিলের চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে প্রতিবছরই বোর্ডওয়ারি সেরা ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রথম ১০ স্কুলকে 'টপ টেন' নামেও অভিহিত করে অনেকেই। ভর্তির ক্ষেত্রে এসব স্কুলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন অভিভাবকরা। সেই সুযোগে এসব স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যসহ নানা অনিয়ম চলে। উচ্চ হারে আদায় করা হয় নানা ধরনের চার্জ। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষও যেকোনোভাবে সেরা ২০-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালায়। এ জন্য নানা অনৈতিক পদ্ধতিরও আশ্রয় নেয় তারা। এমনকি যারা খারাপ ফল করতে পারে এমন পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতেই দেওয়া হয় না। সেরা ২০-এ নাম তুলে কেউ যাতে কোনো ব্যবসা করতে না পারে এ জন্যই আগামী বছর থেকে এসএসসি পরীক্ষায় আর সেরাদের তালিকা করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জানা যায়, বর্তমানে অভিনব পদ্ধতিতে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাও ঘটছে। পরীক্ষার দুই-তিন ঘণ্টা আগেই শিক্ষকরা প্রশ্নের প্যাকেট খুলে এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন) সমাধান করে, শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিচ্ছেন। এতে সহজেই ৪০ নম্বর পেয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তাই এ পদ্ধতিও তুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমসিকিউ তুলে দেওয়ার চিন্তাকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। তবে সেরা ২০ না থাকলে বিদ্যালয়গুলোতে কোনো প্রতিযোগিতা থাকবে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা। মূলত প্রশ্ন ফাঁস ও অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে না পেরে এটাকে হঠাৎ করেই অসহায় আত্মসমর্পণ হিসেবেও দেখছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এমসিকিউ চিন্তাশক্তির বিকাশ করে না, তাই এটা তুলে দেওয়ার জন্য আমরা দীর্ঘদিন থেকে বলছি। তখন কিন্তু মন্ত্রণালয় এর পক্ষে বলেছে। অথচ তারা এখন প্রশ্ন ফাঁস রোধ করতে না পেরে এটা তুলে দেওয়ার চিন্তা করছে। এর পরও এমসিকিউ বন্ধ হবে, এটা চিন্তা করে আমরা স্বস্তি পাচ্ছি। আর সেরা ২০ বন্ধ করলে তেমন কিছুই যাবে আসবে না। তবে একটা প্রতিযোগিতা ছিল, তা বন্ধ হবে। মন্ত্রণালয়ের উচিত ছিল সেরা ২০-এ ঢুকতে যেসব অনৈতিক কাজ হচ্ছে আগে সেটা বন্ধ করা। এখন যেটা করল তা একটা অসহায় আত্মসমর্পণ।'

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের নৈতিকতার অধঃপতনের জন্যই সেরা ২০ রাখা হচ্ছে না। আর এমসিকিউ প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য ঠিক আছে। তবে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এটা তুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। তবে যেকোনো অন্যায় কাজের জন্য পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠিন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

থাকছে না সেরা ২০

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শাস্তির বিধান করতে হবে। বিভাগীয় শাস্তিতে তাঁদের কিছুই হয় না। তাই তাঁরা আবারও একই কাজ করেন।' শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পাঁচটি মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে এসএসসি ও সমমানের সেরা ২০ প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হয়। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর শতকরা হার, শতকরা পাসের হার, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের গড় জিপিএ মূল্যায়ন করে প্রতিটি বোর্ড আলাদাভাবে ২০টি সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করে। এ ছাড়া একই মানদণ্ডের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিকও সেরা ১০টি করে প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হয়।

গতকাল এসএসসির ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা করেছিলাম। কিন্তু কেউ কেউ অনৈতিক পন্থা ব্যবহার করছে। আগামী বছর থেকে টপ টেন বা টপ টোয়েন্টি বলে আর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। তবে যারা ভালো ফল করবে তাদের অন্যভাবে প্রশংসিত করা হবে।'

এসএসসির এবারের ফলাফলে ডেমরার শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের দেশসেরা হওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সংবাদ সম্মেলনে। এ বিষয়ে সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আরো অনেকেই সন্দেহের তালিকায় আছে। আপাত দৃষ্টিতে তারা ফার্স্ট হয়েছে বলেই ধরে নিচ্ছি। যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে, আমরা খোঁজ নেব।'

এ সময় শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'আমরা যদি দু-একজনকে সেরা করি তাহলে সমতা থাকে না। এডুকেশন এ্যাক্টের অনুযায়ীও এটা সাপোর্ট করে না। সবাই যাতে ভালো করতে পারে এ জন্য উৎসাহিত করা উচিত। তাই সেরা ২০-এর তালিকা তুলে দেওয়া হচ্ছে। আসলে একজন ছাত্র কী করছে, সেটাই দেখার মূল বিষয়।'

শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, একই ব্যক্তির মালিকানাধীন একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একই কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন বোর্ড কর্মকর্তারা। এমনকি ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও নানাভাবে ম্যানেজ করছেন প্রতিষ্ঠানের মালিক। ফলে একই কেন্দ্রে দেখাদেখি করে লিখছে পরীক্ষার্থীরা। এসব প্রতিষ্ঠান সহজেই সেরা ২০-এ ঢুকে যাচ্ছে। একবার এ তালিকায় ঢুকতে পারলেই তারা ভর্তিসহ নানা ক্ষেত্রে বাণিজ্য করছে।

বর্তমানে অভিনব পদ্ধতিতে চলছে প্রশ্ন ফাঁস। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে চলতি এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সময়। যদিও আগে থেকে এ বিষয়ে একাধিক অভিযোগ ছিল। বেশ কিছু কেন্দ্রে পরীক্ষার দিন সকালে নির্ধারিত সময়ের আগেই এক শ্রেণির অসাধু শিক্ষক সিলগালা প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে সেখান থেকে একটি প্রশ্ন সরিয়ে ফেলছেন। পরে তা মুঠোফোনে বা হাতে লিখে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন, এ ধরনের কাজ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কয়েকজন শিক্ষক যোগসাজশে করছেন। তাঁরা প্রশ্ন পেয়েই প্রথমে ৪০ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্নগুলো সমাধান করে যাদের প্রাইভেট বা কোচিং করান তাদের কাছে সরবরাহ করছেন। এভাবে সহজেই শিক্ষার্থীরা ৪০ নম্বর পেয়ে যাচ্ছে।

গতকাল সচিবালয়ে ফল প্রকাশের সময় শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে বলেন, "শিক্ষকদের 'অনৈতিক' কার্যকলাপ ঠেকাতে পাবলিক পরীক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতি তুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। অসৎ উপায়ে এমসিকিউতে ৪০ নম্বর পাওয়া সহজ হয়ে যাচ্ছে। আগামীতে এ পদ্ধতি রাখা হবে কি না, তা নিয়ে শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

'কতিপয়' শিক্ষক সিলগালা করা এমসিকিউ প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর আগেই হলের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা সহজেই পুরো নম্বর পেয়ে যাচ্ছে বলেও স্বীকার করেন শিক্ষামন্ত্রী। এমনই কিছু উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'বগুড়ার আমতলী বিদ্যালয় এবং ঢাকার বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এমসিকিউ প্রশ্ন বাইরে পাঠানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকেই ছাড় দেব না। যারা এসব কাজে জড়িত তারা আসলে প্রকৃত শিক্ষক নয়, ধান্দাবাজ।'